মাহবুব-উল-আলমের ইন্তেকাল

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ৭ই আগষ্ট।--- প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জনাব মাহবুব উল আলম দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা১৭ মিনিটে তাঁর কাজীর দেউড়িস্থ বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহে --- রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। মৃত্যুর আগে তিনি সেরিব্রেল থ্রমসিসে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

আগামীকাল সকাল ৮টায় কাজীর দেউড়ি মসজিদ প্রাঙ্গণে তার প্রথম নামাজে জানাজা এবং সকাল ৯ টায় নিজ গ্রাম ফতেয়াবাদে দ্বিতীয় নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর সেখানেই তাকে দাফন করা হবে।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৮৯৮ সালের ১লা মে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যময়ী ফতেয়াবাদ গ্রামে মৌলভী নসিহউদ্দিনের ঔরসে আজিজুন্নেসার গর্ভে মাহবুব উল আলম জন্মগ্রহণ করেন। আরবী, ফার্সীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য খ্যাত এই মৌলভী পরিবারে মাহবুব উল আলম ও তার তিন সহোদর মরহুম শামসুল আলম, মরহুম কবি দিদারুল আলম ও কবি ওহিদুল আলম বাংলা সাহিত্যের চর্চা ও সেবার জন্য অচিরেই খ্যাত হয়ে ওঠেন।

১৯১৫ সালে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চট্টগ্রাম কলেজে পাঠ গ্রহণকালে প্রথম মহাযুদ্ধের শুরুতে সামরিক অভিজ্ঞতা লাভের অনুপ্রেরণায় মাহবুব উল আলম ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেন। তিনি বাংগালীদের নিয়ে গঠিত প্রথম সৈন্যদল ৪৯নং বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনা ছিলেন এবং ইরাকের আল-আমারা যুদ্ধ ফ্রন্টে যুদ্ধ করেন। সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহী কবি নজরুলের সাথে তার গভীর হৃদ্যতা ও সাহিত্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে ১৯২১ সালে তিনি সাব রেজিষ্ট্রার পদে সরকারী চাকরিতে যোগ দেন এবং ১৯৫৪ সালে ঐ বিভাগের উচ্চ পদ থেকে অবসর নেন। আজ থেকে ৫৩ বছর আগে তাঁর প্রথম সাহিত্যকর্ম 'পল্টন জীবনের স্মৃতি' মাসিক মোহাম্মদীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হতে থাকলে বাংলা সাহিত্যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এর পরেই তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'মোমেনের জবানবন্দী' প্রকাশিত হলে তিনি অবিভক্ত বাংলার সাহিত্যজগতে প্রথম সারিতে নিজের আসন করে নেন। রসোত্তীর্ণ ছোট গল্পকার ও শক্তিমান কলামিষ্ট হিসেবে তিনি স্বীকৃতি লাভ করেন। অবসর গ্রহণের পরপরই ১৯৫৪ সালে সাপ্তাহিক 'জমানা' প্রকাশনার মাধ্যমে তিনি সাংবাদিকতাকে নিয়মিত পেশারূপে গ্রহণ করেন। এই সময় সাহিত্য সাধনাও অব্যাহত রাখেন।

১৯৫৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে তিনি পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রথম পত্রিকা সম্পাদকরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক কমিশন পেয়ে তিনি বাংলাদেশের পশুপাখী, জীবজন্তু সম্পর্কে ৬টি বই রচনা করেন।

১৯৪৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রথম বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনে তিনি কথা সাহিত্য শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন।

পাকিস্তানে প্রথম আদমজী সাহিত্য পুরস্কারের তিনি অন্যতম বিচারক ছিলেন। তিনি পাকিস্তানে সাহিত্যের জন্য আদমজী পুরস্কার ও সর্বোচ্চ পুরস্কার 'প্রেসিডেন্ট এওয়ার্ড' লাভ করেন এবং ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশে সাহিত্যের জন্য সর্বোচ্চ পুরস্কার 'একুশে পদক' লাভ করেন।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশে তিন খণ্ডে 'বাংলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত' তার অবিস্মরণীয় সাহিত্যকর্ম। তিনি বাংলা একাডেমীর আজীবন সদস্য এবং পরে ফেলো নির্বাচিত হন। তার আজীবন সাহিত্য-সাধনা, সক্রিয় সাংবাদিকতা এবং সমাজ-সংস্কারক ভূমিকার স্বীকৃতিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এ,এফ, রহমান হল তাকে আজীবন সদস্যপদ প্রদান করে।

তার সুবিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে মোমেনের জবানবন্দী, মফিজন, পল্টন জীবনের স্মৃতি তাজিয়া অন্যতম। মোমেনের জবানবন্দী এবং তার বহু রচনা উর্দুতে প্রকাশিত হয় এবং উপমহাদেশে সমাদৃত হয়। তিনি উপন্যাস, [illegible]; সমকালীন প্রবন্ধ, ইতিহাস, জীবনী এবং প্রকৃতি বিষয়ক ২৫টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

তিনি পত্নী, এক সহোদর, আট কন্যা, ছয় পুত্র ও সারাদেশে অসংখ্য শোকসন্তপ্ত গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক অধ্যাপক আবুল ফজল জনাব মাহবুব-উল আলমের জামাতা।